দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 16 SEP 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

12

বাল্যশিক্ষা প্রসঙ্গে

উল্লিখিত বিষয়ে গত ৬ই ভাদ্র, '৯৯-এ আমাদের লেখা চিঠির প্রতি নাটোরের জনাব সিরাজ-উস-সালেহিন (ছাবু)-এর দৃষ্টি পড়েছে দেখে আমরা আনন্দিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই বিভাগে গত ১৯শে ভাদ্র, '৯৯-এ প্রকাশিত তার চিঠিতে আমাদের প্রকাশিত চিঠির বিষয়বস্তুর সাথে তিনি ঐকমত্য হয়েছেন। এ জন্যে তাকে অনেক ধন্যবাদ।

কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় যে শিশু-শিক্ষাখ্যাত মদনমোহন তর্কালংকার মহাশয়ের 'শিশু শিক্ষা' তিনভাগের সত্ত্বাধিকার (Copy Right) ক্রয় করেছিলেন আমাদের এ বক্তব্যকে লেখক জনাব সালেহিন অনুমান নির্ভর এবং ভিত্তিহীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। লেখক কথিত তথ্যটি অনুমান নির্ভর কিনা আমাদের তা জানা নেই। তবে বর্তমান লেখকের বক্তব্য এ বিষয়ে মোটেও অনুমান নির্ভর ছিল না। আমরা বিদ্যাসাগর মহোদয়ের উইল পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম যে, তিনি তর্কালংকার মহাশয়ের 'শিশু শিক্ষা'র সত্ত্বাধিকার ক্রয় করছিলেন। তার উইলের (৩১শে মে, ১৮৭৫ সালে লিখিত) ৪র্থ ধারায় উল্লিখিত যেসব নিজস্ব সম্পত্তির বিবরণ তিনি দিয়েছেন তাতে যেসব পুস্তকের সত্ত্বাধিকার ক্রয় করা হয়েছে বলে উল্লিখিত হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম মদনমোহন তর্কালংকার প্রণীত 'শিশু শিক্ষা তিনভাগ' -এর কথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে। (সূত্র : 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী', সম্পাদনা, তীর্থপতি দত্ত, প্রকাশক, 'তুলি কলম', কলকাতা। প্রকাশকাল জুন ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৫১৮।)

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তর্কালংকার মহাশয় ও তার আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিশু শিক্ষা'র কপি রাইট বিষয়ক একটা বিবাদ ছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যাসাগর বিরচিত 'নিষ্কৃতি লাভ প্রয়াস' (প্রকাশকাল, ১৮৮৮ খৃঃ) গ্রন্থে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে বিদ্যাসাগর মশাই অবশ্যই তর্কালংকারের শিশু শিক্ষার সত্ত্বাধিকার লাভ করেন। এতদসম্পর্কীয় উদ্ধৃতি লেখার কলেবর বৃদ্ধি করবে বিধায় আমরা এখানে উদ্ধৃতি প্রদানের লোভ সংবরণ করলাম। উৎসাহী লেখক ও পাঠক-পাঠিকাকে আমরা বিদ্যাসাগরের উল্লিখিত পুস্তকটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

জনাব সালেহিন তার লেখায় বিদ্যাসাগর রচিত পুস্তকগুলোর একটি অসম্পূর্ণ তালিকা দিয়েছেন। তার তালিকা থেকে যেসব পুস্তক-পুস্তিকার নাম বাদ পড়েছে তা নিম্নরূপ :

১, প্রভাবতী সম্ভাষণ ২, রামের রাজ্যাভিষেক ৩, বাল্যবিবাহের দোষ।

বিদ্যাসাগর রচিত বেনামে প্রকাশিত রচনাসমূহের নাম ও প্রকাশকাল :-

১. অতি অল্প হইল (১৮৭৩ খৃঃ) ২, আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩ খৃঃ) ৩, ব্রজবিলাস (১৮৮৪ খৃঃ) ৪, বিধবা বিবাহ ও যশোহর হিন্দু রক্ষিণী সভা (১৮৮৪ খৃঃ) ৫, রত্ন পরীক্ষা (১৮৮৬ খৃঃ)। এছাড়াও বিদ্যাসাগর মহাশয় বেশ কিছু গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন।

[সূত্র : প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬]

জনাব সালেহিনের বিদ্যাসাগর রচিত পুস্তকের তালিকায় আরো যেসব ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে নিম্নে তার সংশোধনী তুলে ধরছি :

২১ নম্বরে তিনি 'নিষ্কৃতি প্রয়াণ' বলে যে বইটির নাম উল্লেখ করেছেন তার শুদ্ধ নাম হবে 'নিষ্কৃতি লাভ প্রয়াস' (সূত্র : প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫)। তার চিঠিতে (৪নং) 'বোধোদয়'-এর প্রকাশকাল উল্লিখিত হয়েছে ১৮৪৯ খৃঃ। এটির প্রকাশকাল আমাদের উল্লিখিত বিদ্যাসাগর রচনাবলী মতে ১৮৫১ খৃঃ। (৭ নং) 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত বিষয়ক প্রস্তাব'-এর প্রকাশ-কাল উল্লিখিত হয়েছে ১৮৫৩ খৃঃ। এটি হবে ১৮৫৪ খৃঃ। (১২ নং) 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব', ২য় পুস্তক, প্রকাশকাল ১৮৫৫ খৃঃ (প্রকাশকাল লেখকের তালিকায় উল্লিখিত হয়নি)। (১০ নং) 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা? (এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব?)', তিনি এটির প্রকাশকাল ১৮৫৬ খৃঃ বলে উল্লেখ করেছেন। এটি সম্ভবত প্রথম প্রস্তাব। এর প্রকাশকাল ১৮৫৫ খৃঃ। (১৭ নং) আখ্যানমঞ্জরী'-এর প্রকাশকাল ১৮৬০ খৃঃ-এর স্থলে ১৮৬৩ খৃঃ হবে। [সর্বক্ষেত্রে তথ্য সূত্র প্রাগুক্ত রচনাবলী, পৃষ্ঠা-৫]।

জনার সিরাজ-উস-সালেহিন (ছাবু)সহ আমাদের আলোচ্য বিষয়ের উৎসাহী সকল লেখক- লেখিকা ও পাঠক-পাঠিকাদের ধন্যবাদ।

হিমাদ্রি শেখর সরকার
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক,
বাইশ মৌজা শাখা
বীরগাঁও, আশুগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০২